যুগান্তর

তারিখ 13 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

চার পরীক্ষার ফলে হঠাৎ ছন্দপতন

তবুও উল্লাস নামকরা স্কুলে

যুগান্তর রিপোর্ট

এবারের জেএসসি ও পিইসিসহ চার পরীক্ষায় হঠাৎই ছন্দপতন ঘটেছে। প্রত্যেক পরীক্ষায়ই পাসের হার ও জিপিএ-৫ কমেছে। ভালো ফলের প্রধান এ দুই সূচক গত কয়েক বছর ধরে উর্ধ্বমুখী ছিল। কিন্তু এবার উভয়টিই নিম্নমুখী। শুধু তাই নয়, ভালো ফলের অপর দুই মানদণ্ড শতভাগ পাস এবং ফেল করানো প্রতিষ্ঠানের হিসাবে নিম্নগতি দেখা গেছে। তবে এরপরও রাজধানীসহ দেশের প্রধান শহরের বড় স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের উল্লাস-উচ্ছ্বাসের কমতি ছিল না। ওই সব প্রতিষ্ঠানে ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীরা রীতিমতো আনন্দে মেতে ওঠে।

পরীক্ষা ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, পাঁচ কারণে এবারের ফল গত বছরের তুলনায় খারাপ হয়েছে। বিশেষ করে পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী কমেছে। এগুলো হচ্ছে— জেএসসিতে কুমিল্লা বোর্ডের ফল বিপর্যয়; ইংরেজি-গণিত-আরবির মতো কঠিন বিষয়ে পাসের হার কম; উদারভাবে খাতা দেখার পরিবর্তে কিছুটা কড়াকড়ি; জেএসসি-জেডিসিতে তিন ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিষয়ের নম্বর মূল ফলাফলে যোগ না হওয়া; সরকারি প্রাথমিক স্কুলে তুলনামূলক খারাপ ফল। তবে শুধু ইংরেজি, গণিত এবং আরবির মতো বিষয়ে পাসের হার ভালো হলে ফলের ছন্দপতন অনেকটাই রোধ করা যেত। শনিবার প্রকাশিত ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে (পিইসি) গত বছরের তুলনায় এ বছর ৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ কম পাস করেছে। জিপিএ-৫ কমেছে ১৯ হাজার ২৮৯টি। ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীতে (ইইসি) পাসের হার গত বছরের চেয়ে কমেছে ২ দশমিক ৯১ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ কমেছে ৯২৫টি। নিম্ন মাধ্যমিকে জেএসসিতে পাসের হার কমেছে ৯.৪১ শতাংশ। জিপিএ-৫ কমেছে ৫৫ হাজার ৯৬০টি। জেডিসিতে পাসের হার কমেছে ৭.২২ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ কমেছে ৫২৯৮টি।

যুগান্তরের সঙ্গে আলাপকালে অবশ্য শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটাই প্রকৃত ফল। যদি এবারের মতো পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা মূল্যায়ন এবং প্রশ্ন ফাঁস ও পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করা যায়, তাহলে আগামীতে পাসের হার আরও কমবে।

ভিকারুননিসা নুন স্কুল ও কলেজ : ফল ঘোষণার পরপরই আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে ভিকারুননিসা স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে। প্রতিবারের মতো এবারও স্কুলটি তাদের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে। রাজধানীর নামকরা এ স্কুলে পিইসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৭০০। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৬৬১ শিক্ষার্থী। এ স্কুলটিতে পিইসিতে শতভাগ এবং জেএসসিতে ৯৯.৯৪ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। জেএসসিতে ১৭৮৩ জন পরীক্ষা দেয়। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭০১ জন। একজন শিক্ষার্থী অসুস্থ থাকায় পরীক্ষা দিতে পারেনি। এমন ফলাফলে স্কুল প্রাঙ্গণে শনিবার দুপুর থেকে আনন্দের জোয়ারে ভাসতে থাকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

শনিবার দুপুর থেকেই স্কুল মাঠে আনন্দে মেতে উঠেছে শিক্ষার্থীরা। জেএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী নোশিন তাবাসুম প্রিয়ন্তী ছোট্ট ভাই মুহতাসিম ফুয়াদ আলিফকে নিয়ে নাচছে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের মা নাসিমা সুলতানা বেশ খুশি।

ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন স্কুলটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নাজনীন ফেরদৌস। তিনি বলেন, যেসব শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট করতে পারেনি তাদের সঙ্গে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করতে হবে। বোঝাতে হবে। আগামীতে ভালো ফলাফলের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

জিপিএ-৫ গোল্ডেন পাওয়া শিক্ষার্থী ইপ্সিতা বলে, এ ফল অনেক কষ্টের। ভালো রেজাল্টই নয়, ভালো মানুষ হতে পড়াশোনা করতে হয়। জাফরিন জাহান হৃদি জিপিএ-৫ পেয়েও মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। সে জানায়, তার জিপিএ-৫ গোল্ড পাওয়ার কথা। মা-বাবারও চাওয়া ছিল তাকে গোল্ড পেতে হবে।

রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানটি থেকে এবার অংশ নিয়েছে ৩০০ শিক্ষার্থী। এদের সবাই কৃতকার্য হয়েছে। বাংলা মাধ্যম থেকে অংশ নেয়া ২০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭৩ জন। ইংরেজি মাধ্যমে ১০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৯ জন। অপরদিকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় এ প্রতিষ্ঠান থেকে অংশ নিয়েছে ৩০৪ পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে সবাই কৃতকার্য হয়েছে। বাংলা মাধ্যমে অংশ নেয়া ২০১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। অন্যদিকে ইংরেজি মাধ্যমে অংশ নেয়া ১০৩ জনের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০০ পরীক্ষার্থী। ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে বাঁধভাঙা উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। তবে ইন্টারনেট ও এসএমএসের মাধ্যমে ফল পাওয়ার সুযোগ থাকায় প্রতিষ্ঠানটিতে অল্পসংখ্যক পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেখ শরিফুল ইসলাম জানান, বিশেষ একাডেমিক কার্যক্রম, কলেজের শিক্ষা ও সহ-পাঠ্যক্রমিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন, ছাত্রদের পাঠোন্নতির নিয়মিত মনিটরিং ও একাধিক মডেল টেস্ট গ্রহণ এ বছর প্রশংসনীয় ফল অর্জনে সহায়ক হয়েছে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ : পিইসি পরীক্ষায় ২ হাজার ৭৩১ শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৩৯৪ শিক্ষার্থী। জেএসসিতে পরীক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ৮৬৭ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৬২৬ জন। পাস করেছে ১ হাজার ৮৬৫ জন। একজন শিক্ষার্থী পাস করেনি।

স্কুলটির অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম জানান, এবার মতিঝিল আইডিয়ালের পাসের হার কিছুটা কমেছে। পাসের হার কমলেও এবার ঢাকা শহরের অন্যতম এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি থেকে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যাও। আগের বছরের তুলনায় এবার জিপিএ-৫ বেশি পেয়েছে ২ হাজার ৪ শিক্ষার্থী।

ভালো ফল প্রসঙ্গে শিক্ষার্থী রাইসা তাবাসুম এরিকা বলে, এ ফলাফলের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। ভালো ফলাফলের জন্য মা-বাবা, শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে আরও বলে, পড়াশোনা করে একজন আদর্শবান মানুষ হতে চাই।

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ : শতভাগ পাস আর ভালো ফলের আনন্দ ছুঁয়ে গেছে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের পিইসি এবং জেএসসি পাস শিক্ষার্থীদের। সেই সঙ্গে তাদের অভিভাবক, শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যরাও ভেসে যান আনন্দে। বাদ্যযন্ত্র, হাততালি আর নাচানাচিতে ফল উদযাপন করেন তারা। শনিবার দুপুরে মিরপুরে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির মূল বালিকা শাখায় গিয়ে দেখা যায় এ চিত্র।

এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো. ফরহাদ হোসেন যুগান্তরকে জানান, তাদের সবগুলো শাখা মিলে পিইসি পরীক্ষায় ৩ হাজার ৫৮০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে সবাই পাস করার পাশাপাশি ৯৫ শতাংশ জিপিএ-৫ পেয়েছে। আর জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩ হাজার ২৭৬ শিক্ষার্থী। এক্ষেত্রেও সবাই পাস করার পাশাপাশি ৭০ শতাংশ জিপিএ-৫ পেয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা খুব মেধাবী। তাছাড়া স্বাভাবিক ক্লাসের বাইরে সামান্য ফির বিনিময়ে অতিরিক্ত ক্লাস করানো হয়েছিল।

পিইসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী ফাহিবা রাব্বি ত্রয়ী বলে, এ ফলাফল পেতে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। স্কুলের বাইরে আলাদা কোচিং সেন্টারে পড়তে হয়েছে। প্রায় একই মন্তব্য করে মাইশা ফারজানা, সানজানা ইসলাম স্নেহা, হুমায়রা রওশন, নাবিহা তাসনিন, নওশিন আরাফাত, সোহা মাম্পী, বালক শাখার ওয়াসি কারীব আলিফ, ওয়াহিদুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম ও রিজভী আহমেদসহ অনেকেই।

রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ : জেএসসি পরীক্ষার ফল ঘোষণার পরপরই আনন্দের বন্যা বয়ে যায় রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে। রাজউকে পরীক্ষার্থী ছিল ৬৫৪ জন। এর মধ্যে ১ জন ছাড়া বাকি সবাই পাস করেছে। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৩১ জন। জানতে চাইলে রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শওকত আলম যুগান্তরকে বলেন, প্রথমত এখানে ছাত্রছাত্রীরা মেধাবী ও পরিশ্রমী। দ্বিতীয়ত, অভিভাবকরা প্রথম শ্রেণীর সচেতন নাগরিক, তৃতীয়ত এখানকার শিক্ষকরাও অভিজ্ঞ ও কিভাবে ভালো ফলাফল অর্জন করতে হয় সে ব্যাপারে তাদেরও উদ্যোগ রয়েছে।

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ : সরেজমিন দেখা যায়, ফল প্রকাশের পরপরই ছাত্রছাত্রীরা আনন্দে মেতে উঠে। তারা একে অপরের হাত ধরাধরি করে নাচতে থাকে। তাদের আনন্দে অভিভাবকদেরও অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে তাদের অভিভাবকও স্কুলে উপস্থিত ছিলেন। এবার মাইলস্টোনে পরীক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ১৩৫ জন। এর মধ্যে কোনো অকৃতকার্য নেই। এখানে পাসের হার শতভাগ। তবে জেপিএ-৫ এর হার ৭৪ দশমিক ২৭ শতাংশ।

জানতে চাইলে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. সহিদুল ইসলাম বলেন, শিশুদের পরীক্ষায় সেরা ফলাফল অর্জন আমাদের অভিজ্ঞতা ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার ফসল। শিশুবান্ধব পড়ালেখার পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভিভাবকদের সহযোগিতায় আমরা এ ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। পড়ালেখার গুণগত মান সঠিক রেখে সাফল্যের এ ধারাও অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব।

শ্যামপুর আল মেরাজ কিন্ডারগার্টেন : কদমতলী শ্যামপুর আল মেরাজ কিন্ডারগার্টেন থেকে পিইসি পরীক্ষায় ৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৭ জন জিপিএ-৫সহ শতভাগ পাস করেছে।

বর্ণমালা আদর্শ স্কুল অ্যান্ড কলেজ : যাত্রাবাড়ীর দনিয়া বর্ণমালা আদর্শ স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে জেএসসি পরীক্ষায় ৭৬৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩২২ জন জিপিএ-৫সহ শতভাগ পাস করেছে।

ইকরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ : কদমতলীর পলাশপুর ইকরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পিইসি পরীক্ষায় ৬২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৪ জন জিপিএ-৫সহ শতভাগ পাস করেছে।